



70507 - প্রচণ্ড শীতের দিনে ফরজ গোসলের পরবির্তে তায়াম্মুম করা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: প্রচণ্ড শীতের দিনে গোসল ফরজ হলে আমি কি তায়াম্মুম করে নামায পড়তে পারি? উল্লেখ্য, যে সরঞ্জামাদি থাকলে আমি অবলিম্ববে পবতির হতে পারি সেগুলো আমার কাছে নেই। তাছাড়া আমি ঠাণ্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত; আমার পিঠি রোগগ্রস্ত, আমাকে সাংঘাতিক কষ্ট দিচ্ছে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে ব্যক্তির উপর গোসল ফরয হয়েছে সে ব্যক্তি নামায পড়তে চাইলে তার উপর ফরয হচ্ছে- পানি দিয়ে গোসল করে নেয়া। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বানী: “আর তোমরা জুনুবী (অপবিত্র) হলে প্রকৃষ্টভাবে পবতিরতা অর্জন করবে।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৬] তাই কটে যদি পানি ব্যবহারে অক্ষম হয়- পানি না থাকার কারণে কিংবা পানি থাকলেও এর ব্যবহারে রোগেরে কষ্ট হতে পারে কিংবা তীব্র ঠাণ্ডার কারণে (তার কাছে পানি গরম করার মত কিছু না থাকলে); তাহলে সে ব্যক্তি পানি দিয়ে গোসল করার পরবির্তে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করতে পারেন। এর দলিল হচ্ছে আল্লাহর বানী: “আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক বা তোমাদের কটে মলত্যাগ করে আসে বা তোমরা স্ত্রী সহবাস কর এবং পানি পাও তবে পবতির মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৬] এ আয়াতে দলিল রয়েছে যে, অসুস্থ ব্যক্তি পানি ব্যবহার করার ফলে যদি তার মৃত্যু ঘটা, কিংবা রোগ বেড়ে যাওয়া কিংবা আরোগ্য লাভ বলিম্ব হওয়ার আশংকা থাকে সেক্ষেত্রে তিনি তায়াম্মুম করবেন। আল্লাহ তাআলা তায়াম্মুমের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: “তা দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাত মাসহে করবে।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৬] আল্লাহ তাআলা এ বধিান প্রদান করার গূঢ় রহস্যও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: “আল্লাহ তাআলা উপর কোন কাঠিন্য রাখতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবতির করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নয়োমত সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৬]

আমর বনি আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: ‘যাতুস সালাসলি’ এর অভিযানে এক ঠাণ্ডার রাত আমর স্বপ্নদোষ হয়ে গলে। আমি আশংকা করলাম, আমি যদি গোসল করি তাহলে ধ্বংস হয়ে যাব। তাই আমি তায়াম্মুম করলাম। এরপর আমার সাথীদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলাম। আমার সাথীরা বিষয়টী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন: হে আমর! তুমি কি জুনুবী (গোসল ফরজ হওয়া) অবস্থায় তোমার সাথীদের নিয়ে নামায পড়ছে? তখন আমি তাঁকে জানলাম কি কারণে আমি গোসল করিনি এবং আমি আরও বললাম: আমি শুনছি আল্লাহ বলেন: ‘তোমরা



নজিদেৱেকে হত্যা কৰো না। নশ্চয় আল্লাহ্ তমোদৱে প্ৰতি দয়ালু' [সূৰা নসিা, আয়াত: ২৯] তখন ৱাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হসে দলিনে, কোনে কিছু বলনে না। [সুনানে আবু দাউদ (৩৩৪), আলবানী 'সহিহ সুনানে আবু দাউদ' গ্ৰন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

হাফযে ইবনে হাজাৰ বলে: এ হাদিসে দলিল রয়েছে যে, পানি ব্যবহার কৰলে যে ব্যক্তি মীৰা যাওয়ার আশংকা রয়েছে; সেটো ঠাণ্ডাৰ কাৰণে হোক কিংবা অন্য কোন কাৰণে হোক- তাৰ জন্য তায়াম্মুম কৰা জায়েযে। তায়াম্মুমকাৰীৰ জন্য ওজুকাৰীদৰে ইমাম হওয়াও জায়েযে। [ফাতহুল বাৰী (১/৪৫৪)]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (ৱহঃ) বলে:

যদি আপনাৰ পক্ষে গৰম পানি সংগ্ৰহ কৰা সম্ভব হয় কিংবা আপনি গৰম কৰতে পাৰনে কিংবা প্ৰতিবেশি বা অন্য কাৰণে থেকে কনিতে নতি পাৰনে তাহলে সেটো কৰা আপনাৰ উপৰ আবশ্যকীয়। কনেনা আল্লাহ্ বলে: “তমোৱা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্কে ভয় কৰ।” [সূৰা তাগাবুন, আয়াত: ১৬] তাই আপনাৰ কৰ্তব্য হচ্ছে পানি কোনো বা গৰম কৰা কিংবা অন্য যভেবে শৰিয়তৰে বধিান মতোবকে ওজু কৰা যায় সেটো কৰা। যদি আপনি অপাৰগ হন এবং ঠাণ্ডা অতি তীব্ৰ হয়, পানি ব্যবহারে বপিদ ঘটৰ আশংকা থাকে, পানি গৰম কৰা বা আশপাশে কাৰণে থেকে গৰম পানি কোনেৰ কোন উপায় না থাকে সক্ষেত্ৰে আপনাৰ ওজৰ গ্ৰহণযোগ্য এবং তায়াম্মুম কৰাই আপনাৰ জন্য যথেষ্ট। যহেতে আল্লাহ্ বলেছেন: “তমোৱা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্কে ভয় কৰ” এবং তিনি আৰও বলেছেন: “পানি না পাও তবে পবতিৰ মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কৰবে: তা দ্বাৰা মুখমণ্ডল ও হাত মাসহে কৰবে।” [সূৰা মায়দো, আয়াত: ৬]

যে ব্যক্তি পানি ব্যবহারে অক্ষম সে ব্যক্তিৰ হুকুম যে ব্যক্তি পানি পায়নি তাৰ হুকুমে অনুরূপ। [মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (১০/১৯৯-২০০)]

আপনি আপনাৰ শৰীৰে যতটুকু ধৌত কৰতে পাৰনে ততটুকু ধৌত কৰা আপনাৰ উপৰ আবশ্যকীয়। যমেন- হাতদ্বয়, পাদদ্বয় ইত্যাদি ধৌত কৰা; যদি এতে আপনাৰ কোনে ক্ৰতিৰ আশংকা না থাকে। এৰপৰ আপনি তায়াম্মুম কৰবনে।

আমরা আল্লাহ্ৰ কাছে আপনাৰ আশু ৱোগমুক্তিৰ জন্য দোয়া কৰছি। আপনি যে ৱোগে আক্ৰান্ত হয়ছেন সে ৱোগে যনে আপনাৰ গুনাহমুক্তিৰ কাৰণ হয় এবং আপনাৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধিৰ মাধ্যম হয় সে দোয়া কৰছি।

আল্লাহ্ই সৰ্বজ্ঞঃ।